তথ্য-ভিত্তিক উন্নয়ন-বিতর্ক প্রসারে

তথ্যপাতা

সংখ্যা ০৫ :: ২০১৩

শিক্ষায় বিনিয়োগ

বাংলাদেশের অর্জন ও করণীয়

শিক্ষায় বিনিয়োগ একটি জাতির ভবিষ্যতে বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ একদিকে যেমন পরিমাণে যথেষ্ট হওয়া জরুরি, তেমনি একটি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। এই তথ্যপাতায় বাংলাদেশের শিক্ষা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্জন, জনগণের প্রত্যাশা ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান ও শিক্ষা

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা **রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব**।
- কিন্তু সংবিধানে শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়। দেশে একটি শিক্ষা অধিকার আইন না থাকায় শিক্ষা বঞ্চিত জনগণ অধিকার পূরণে আইনের আশ্রয় নিতে পারবে না।

শিক্ষায় অগ্রাধিকার ও অর্জন

নীতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বরাবরই শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে।

- শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মধ্যে মাত্র **৫ হাজার** কোটি টাকা থেকে **২৫ হাজার** কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

  বিগত **১৪** বছরে শিক্ষা-বাজেট বেড়েছে **৫** গুণ-

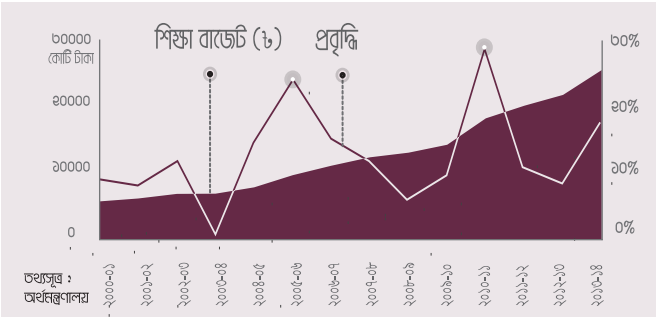

- ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট অনুযায়ী শিক্ষা বাংলাদেশের **৩য় বৃহত্তম** ব্যয়-খাত।

শিক্ষায় আমাদের অর্জনও সর্বজন স্বীকৃত। সাক্ষরতার হার, ভর্তি, ঝরে পরার হার, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণতা, বয়স্ক শিক্ষা সহ অনেক সূচকেই বাংলাদেশের অর্জন প্রশংসনীয়।

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

- সাক্ষরতার হারকে আমরা **৬৪ শতাংশে** উন্নীত করতে পেরেছি।
- **নারী শিক্ষার** ক্ষেত্রে রয়েছে আমাদের উল্লেখযোগ্য অর্জন।
- **এমডিজি** বা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর মধ্যে শিক্ষায় অগ্রগতিতে বাংলাদেশকে অনেক ক্ষেত্রেই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

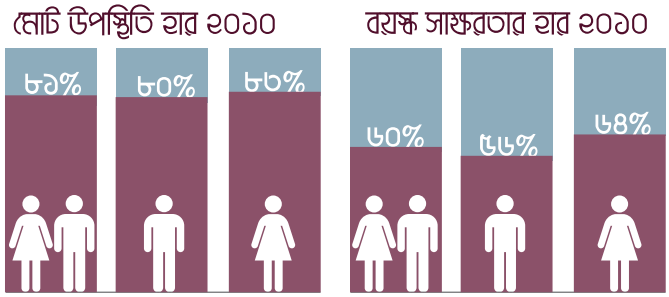

উপেক্ষিত **বস্তিবাসী ?**

তবে শিক্ষায় অর্জনে এলাকা ভিত্তিক ভিন্নতাও একটি বাস্তবতা

- প্রাথমিক শিক্ষায় **শহরের চেয়ে গ্রাম** এলাকায় এবং বড় শহরগুলোতে **বস্তিবাসীদের** মধ্যে **মেয়েদের ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি।**

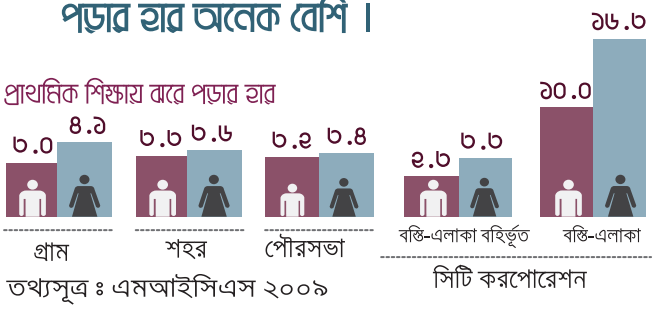

তথ্যসূত্র ঃ এমআইসিএস ২০০৯

বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শিক্ষায় অগ্রাধিকার

- অভ্যন্তরীণ বিচারে শিক্ষা বাংলাদেশের একটি অগ্রাধিকার খাত হলেও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে আরও বেশি গুরুত্বারোপের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

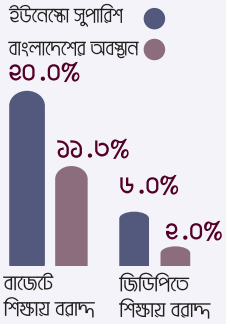

ইউনেস্কো সুপারিশ অনুযায়ী একটি দেশের জাতীয় বাজেটের **২০ শতাংশ** শিক্ষায় বরাদ্দ দেয়া উচিত। অন্য হিসাবে শিক্ষায় ব্যয় হওয়া উচিত দেশজ উৎপাদনের বা জিডিপি'র **৬শতাংশ**।

তথ্যসূত্র : অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ইউনেস্কো

- এবছর শিক্ষায় বরাদ্দ বাজেটের মাত্র **১১.৬%**
- উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, বিগত বেশ কিছু বছর যাবৎ শিক্ষা বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতাংশে) কমে যাচ্ছে, যা **শিক্ষা নীতির সাথে সাংঘর্ষিক**।

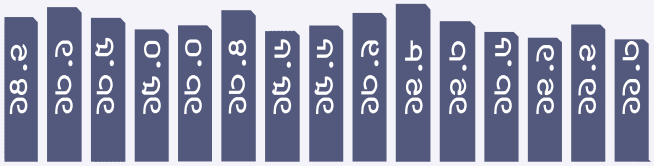

শিক্ষাখাতে বাংলাদেশের গণমানুষের প্রত্যাশা

জরিপ থেকে জানা যায় যে, **তরুণ সম্প্রদায়** মনে করে সরকার মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই তাদের জীবনে সর্বোচ্চ ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

বিভিন্ন প্রবন্ধ বা জরিপ থেকে নিচের অগ্রাধিকারগুলোকে বিশেষভাবে শনাক্ত করা যায়:

- **শিক্ষার মানোন্নয়নই** সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
- শিক্ষায় সবার জন্য **সমান সুযোগ** নিশ্চিত করা
- **শিক্ষক প্রশিক্ষণ**
- **কর্মসংস্থান ভিত্তিক শিক্ষা**
- শিক্ষা থেকে **ঝরে পড়া রোধ**

বাজেটে শিক্ষাখাতের তিন মূল লক্ষ্যের প্রতিফলন

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও শিক্ষানীতি ২০১০ এর পর্যালোচনায় বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনার ৩টি মূল লক্ষ্য শনাক্ত করা যায় : ১. সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা, ২. শিক্ষার সুযোগে সাম্যতা অর্জন করা এবং ৩. শিক্ষার মানোন্নয়ন করা।

- লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এই তিনটি মূল লক্ষ্য গণমানুষের অগ্রাধিকারের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- সাম্প্রতিক একটি উন্নয়ন বাজেট (এডিপি) বিশ্লেষণে দেখা যায় বাংলাদেশ বর্তমান সময়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করে।

তবে শিক্ষা-গবেষণা **বিনিয়োগ শূণ্য!**

প্রদীপ সিএসও পার্টনার এবং তাদের নাগরিক সমাজ সংগঠন ডিপিপিএফ বা 'জেলা পাবলিক পলিসি ফোরাম' জননীতি প্রস্তুতি প্রক্রিয়া ও আইনি প্রক্রিয়ায় জনগণের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট।

শিক্ষাখাতের উন্নয়নে সিএসও পার্টনার ও ডিপিপিএফ গুলো বর্তমানে যে বিষয়গুলো নিয়ে অ্যাডভোকেসি করছে তার মাঝে রয়েছে:

- চর ও হাওরের মত দুর্গম এলাকায় বসবাসরত হতদরিদ্র শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমাতে হলে তাদের জন্য শতভাগ বৃত্তির ব্যবস্থা করা।
- সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী ও আদিবাসী শিশুদের মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাণের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষা খাতে বর্তমান কিছু চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

- শিক্ষাকে *মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি* দেয়া এবং শিক্ষা অধিকার আইন প্রবর্তন।
- শিক্ষায় *বিনিয়োগ বাড়ানো*। বাজেট বরাদ্দ পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে বাজেটের শতকরা ২০ ভাগ অথবা জিডিপির শতকরা ৬ ভাগ শিক্ষা খাতে ব্যয় নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার জন্য *ভয়ভীতিহীন ও আনন্দঘন পরিবেশ* নিশ্চিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তির অবসান ঘটানো।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে *শিশু স্বাস্থ্য* নিশ্চিত করা।
- কিছু বিশেষ *বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণে* জোর দেয়া যেমন বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি, শারীরিক শাস্তির বিকল্প, সৃজনশীল শিক্ষা, প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষা, আদিবাসী শিশু শিক্ষা ইত্যাদি।
- *শিক্ষা-গবেষণাকে* উদ্বুদ্ধ করা। শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং দেশের সার্বিক শিক্ষা লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষা-গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য হলেও বর্তমানে বাংলাদেশে তা ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত। বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে শিক্ষা-গবেষণাকে উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন।

তথ্যের জন্য যোগাযোগ- আই.আই.ডি > ইমেইল- email@iid.org.bd :: ওয়েবসাইট- www.iid.org.bd :: ফোন- (৮৮০২) ৯১০১০১৬

সহায়তায়
USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE
The Asia Foundation
UKaid from the British people
প্রকল্প সহযোগী
dnet
গবেষণা/বাস্তবায়ন
IID Institute of Informatics and Development

Disclaimer: This Info-Page has been developed under Promoting Democratic Institutions and Practices (PRODIP) program funded by USAID and UKaid and implemented by The Asia Foundation. The information provided on this Info-Page is not official U.S. Government information and does not represent the views or positions of UKaid, USAID or the U.S. Government or The Asia Foundation.